কেরাত হামদ না’ত ও আযান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠন

দামুড়হুদায় মাহে রমজান উপলক্ষে কেরাত হামদ না’ত ও আযান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে থানা কোরিডরে এই প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ঈমান হাফেজ মাও: মুফতী মো: মামুন হোসেন,
অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাফেজ মাও: মুফতী মো: বনি ইয়ামিন, দামুড়হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মারিয়া মাহবুবা। বিভিন্ন ইভেন্টে প্রায় দেড়শত প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্য থেকে ২৭ জন বিজয়ী কে পুরস্কার ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী সব প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। তিনজন বিচারক মন্ডলীকে দামুড়হুদা মডেল থানা’র পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মডেল থানার তদন্ত ওসি শফিকুল ইসলাম, অপারেশন ওসি সফিউল আলমসহ বিভিন্ন স্কুল মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসআই মঞ্জুরুল হক।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ মামলা

কিশোর গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে শিশু ধর্ষণ মামলায় নাসিম (১৬) নামের এক কিশোরকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাতে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আজ সোমবার সকালে ওই শিশুর নানি জরিনা খাতুন গাংনী থানায় ধর্ষন মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানায় মামলা নং-৩৬,তারিখ-২৭/০৩/২০২৩ইং। গ্রেফতারকৃত কিশোর নাসিম গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামের কামার পাড়ার নজির হোসেনের ছেলে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার সন্ধায় গাংনীর সম্পুর্ণা বিউটি পার্লারে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল ১৪ বছর বয়সি বালিয়াঘাট গ্রামের এক শিশু। ওই সময় তার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ হয় কিশোর নাসিমের। রাত ৯টার দিকে দুজুনের দেখা হয় বামন্দী আল ফালাহ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে। সেখানে একটু কথা বলার জন্য একটি নির্মানাধীন ভবনের তৃতীয় তলায় নিয়ে যায় নাসিম। নাসিমের দুই বন্ধুকে পাহারায় রেখে সেখানে ওই শিশুকে জোর পুর্বক ধর্ষণ করে।

পরে ছাড়া পেয়ে স্থানীয় লোকজনকে ঘটনা খলে বল্লে স্থানীয়রা বিষয়টি বামন্দি পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেয়। খবর পেয়ে বামুন্দি ক্যাম্পের এসআই ইসরাফিল হোসেন ওই শিশুকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত কিশোরকে মধ্যরাতে আটক করে। পরে শিশুটির নানি বাদি হয়ে সোমবার সকালে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,কিশোরের বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে অভিযুক্ত নাসিমকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বাকি দুই সহযোগীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় সাত প্রতিষ্ঠানকে ৮হাজার ৫শ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১২টার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে মুরগি, তরমুজ, ফলমুল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের অপরাধে ০৭ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার বড়বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে অবস্থিত মুরগির বাজারে তদারকিকালে মেসার্স নিউ ব্রয়লার হাউস নামক প্রতিষ্ঠানে মুরগির ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা, অধিক মুনাফায় মুরগি বিক্রয় ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: সাইফুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন- ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ১,০০০/- টাকা, মেসার্স হাসান ব্রয়লার কর্নার এর মালিক মোঃ মজনু মিয়াকে একই অপরাধে ও ধারায় ১,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া মুদি দোকান মেসার্স কাউছার স্টোর এর মালিক মো: কাউছার আলীকে দোকানে তেল চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ২,০০০/- টাকা এবং মেসার্স কৃষি বাণিজ্যালয় এর মালিক মো: শহিদুল হককে মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় ৫০০/- টাকা, মেসার্স রাজধানী ভান্ডার এর মালিক মো: রবিউল হককে একই অপরাধ ও ধারায় ১,০০০/- টাকা, মেসার্স অর্জুন স্টোরের মালিক শ্রী অর্জুন সাহাকে পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ১,০০০/- টাকা, চৌরাস্তা মোড়ে মেসার্স হামিদ ফল ভান্ডারের মালিক মো: আব্দুল হামিদকে তরমুজের ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করে অধিক মুনাফায় তরমুজ বিক্রয় ও ফলের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ২,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয় এবং সবাইকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে নির্দেশনা দেয়া হয়। অভিযানে ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮,৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: সহিদুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

বামন্দীতে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

বামন্দীতে রমজানের প্রথম দিনেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ‘ক্রেতাদের নাগালের বাইরে শাক-সবজি’ শিরোনামে সাপ্তাহিক (শুক্রবারের) হাটের চিত্র তুলে ধরে গত (২৫শে মার্চ) শনিবার সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মতামত সহ বন্ধ থাকা বাজার মনিটরিং এবং সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতার বিষয়টি সংবাদে উঠে আসার পর টনক নড়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের। যার ফলে বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট (শুক্রবার ও সোমবার) রমজানের প্রথম দিন গত শুক্রবারের চিত্র তুলে ধরার পর-ই গাংনী উপজেলা প্রশাসন (২৭ই মার্চ) সোমবার বামন্দীর সাপ্তাহিক হাট পরিদর্শন, বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা আদায় করে।

বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

এসময় বামন্দী বাজারের শাকসবজির হাট, বিভিন্ন মুদিখানার দোকান ও তরমুজ বিক্রেতাদের মালামাল ক্রয়ের ক্যাশ মেমো যাচাই-বাছাই করেন তিনি। এবং বেশ কয়েকটি মুদিখানার দোকানে অভিযান শেষে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম বলেন,

বামন্দী বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তারা ক্রয়মূল্যের চেয়ে কতটা বেশি দামে বিক্রি করছেন সেটা দেখা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে এখন মোটামুটি বাজারের অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কয়েকটি জায়গায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে এবং সেখানে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে। আমাদের এই অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর ওসির ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন উপজেলা চেয়ারম্যান

একটি ট্র্রাক উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশি সহায়তা না পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ২৫মার্চ আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে দাঁড়িয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাককে উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তবে ওসি আব্দুর রাজ্জাক ট্রাক উদ্ধারের বিষয়টি আইনি জটিলতায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবী করে জানান, ট্রাকের বিষয়ে আদালতে মামলা রযেছে। আদালত পর্যন্ত যে বিষয়টি গড়িয়ে যায় সেই বিষয়টি আদালত সুরাহা না দেয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছুই করা থাকেনা।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, তার নিজ নামীয় একটি ১০ চাকা বিশিষ্ট ট্রাক যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঝিনাইদাহ ট-১১-১২-৮১। খলিশাকুন্ডি গ্রামের হাজি আবুল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেনের কাছে ৩০,২৪,০০০ টাকা মুল্য নির্ধারন করে ৪৮ কিস্তিতে বিক্রির চুক্তিপত্র করা হয়। প্রতি কিস্তি ৬৩ হাজার টাকা হিসাবে ৩০২৪০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে এমন শর্ত দেয়া হয় চুক্তিপত্রে।

চুক্তি অনুযায়ী ফারুক হোসেন ৩১ কিস্তির মাধ্যমে ২০,০৩০০হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকী ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কিস্তির মেয়াদ

শেষ হওয়ার পরও পরিশোধ করতে না পারায় বাকী কিস্তির টাকা প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা করে পরিশোধ করার নতুন শর্তে আরও একটি চুক্তি নামা সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরপর তিন কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যার্থ হলে দাতা তার মালিকানা ফিরে পাবেন বলেও চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে । ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করার শর্তে ফারুক হোসেন ট্রাকটি গ্রহন করেন। এবং সমস্ত টাকা পরিশোধ হওয়ার পর ফারুক হসোনে তার নামে কাগজপত্র হস্তান্তর করে নেবেন। অথচ ৩ বছর পার হলেও চুক্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেনি ফারুক হোসেন। এমনকি আমার সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনি। বরং ট্রাকটি চুরি হয়ে গেছে বলে আমাকে লোক মারফত সংবাদ দেয় ফারুক হোসেন।

এবিষয়ে ট্রাকটি উদ্ধারের জন্য গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের পরামর্শে আমি গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ করা সত্বেও ট্রাকটি খূঁজে পেতে ব্যার্থ হয় গাংনী থানা পুলিশ। অন্যদিকে আমার লোকজনকে দিয়ে ট্রাকটি খোঁজ করার চেষ্টা করি। অবশেষে গতকাল শুক্রবার ভোর রাতে খোঁজ পাই ট্রাকটি শেরপুরের লালিতাবাড়িতে রয়েছে। আমার লোকজন সেখান থেকে ট্রাকটি উদ্ধার করে খুলিশাকুন্ডি বাজারে নিয়ে আসে। ট্রাকটি পুলিশি সহায়তায় উদ্ধারের দাবী জানালে শনিবার সকালে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তার একজন এসআই আতিককে খলিশাকুন্ডিতে পাঠায়। সেখান থেকে ট্রাকটি উদ্ধার না করে আমার লোকজনকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেয় এসআই আতিক। পরে আমি শনিবার ২৫ মার্চের আলোচনা শেষে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কথা বল্লে তিনিও বিষয়টি আমলে না নিয়ে টালবাহানা করেন। আমি এর আগে একটি উকিল নোটিশ করেছি। কিন্ত তাতেও কাজ হয়নি।

তিনি আরও জানান, একজন মানুষ যখন বিপদে পড়েন তখন পুলিশের কাছে সাহায্য চাই। পুলিশ সেই সাহায্যের পরিবর্তে যদি বিবাদির সাথে দহরমমহরম তৈরী করে তখনই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমার বেলাতে ঠিক এমনটাই ঘটেছে বলেও সাংবাদিকদের সামনে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আমি একজন জনপ্রতনিধি হিসেবে পুলিশের কাছ থেকে যদি এই সহায়তা থেকে বঞ্চিত হই তাহলে সাধারণ মানুষ কত টুকু সেবা পাচ্ছে গাংনী থানায় এ নিয়েও সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন তোলেন এমএ খালেক।

এদিকে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, আদালতে মামলা রয়েছে। আদালতে মামলা থাকায় আদালতের নির্দেশনা না পেলে আমি ট্রাকটি উদ্বার করতে পারিনা। এখানে আইনি অনেক জটিলতা রয়েছে। তাছাড়া ট্রাকের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে থানা থেকে একজন এসআইকে

খলিশাকুন্ডিতে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে ট্রাকের চালককে পাইনি। তিনি আরও জানান, খলিশাকুন্ডি আমার থানার বাইরে। এক থানার সমস্যা অন্য থানায় পড়লে আইনি সহায়তা ছাড়া একটি ট্রাক উদ্ধার করা সম্ভব না। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব ভুল বুঝে আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমরা আইনের মানুষ সব সময় আইনের মধ্যে থেকেই আমাদের চলতে হয়।

দর্শনায় ইয়াবাসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজনকে আটক করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই শিহাব উদ্দিন, এএসআই বিজন কুমার ভট্টাচার্য, এএসআই আবেদুর রহমান, গোপন সংবাদের সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন আজমপুর মাঠপাড়ায়।

এ সময় পুরাতন ইট ভাটার মাঠের মধ্যে হতে কুষ্টিয়ার মিরপুর দক্ষিনকাড্ডা গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে মোঃ হাসান (২৮)কে চ্যালেন্জ করে।এসময় তার পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হতে ১শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান, ৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে ১১০ লিটার তাড়ি ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৩ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শান্তিপাড়ার হানিফ (২০), সাতগাড়ী পুরাতনপাড়ার মুকুল মালিথা (৬৫) ও গোপীনাথপুরের বদর মন্ডল (৩৮)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয় সুত্রে জানাযায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুঁইয়ার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা চুয়াডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ফুড গোডাউনের পূর্ব পাশে অভিযান চালিয়ে শান্তিপাড়ার মৃত: কাজেরের ছেলে হানিফকে (২০) আটকের পর তার দেহ তল্লাশি করে ২০ গ্রাম গাজাঁ উদ্ধার সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসময় ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাতগাড়ি গ্রামের মান্দার মাঠে আরিফুলের খেজুর বাগানের মধ্যে। অভিযানিকদল ঘটনাস্থল থেকে ৬০ লিটার তাঁড়ি সহ আটক করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাতগাড়ী পুরাতনপাড়ার মৃত: আজাহার মালিথার ছেলে মুকুল মালিথাকে (৬৫)।

এসময় ঘটনাস্থলে আসামী মুকুল মালিথাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা

আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তার মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা থানাধীন সাতগাড়ি গ্রামের মান্দার মো: খোকা বিশ্বাসের বসতবাড়ি সামনে খেজুর বাগানের মধ্যে।

উক্ত স্থান হতে ৫০ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেপ্তার করা হয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের মৃত: মাদার মন্ডলের ছেলে বদর মন্ডলকে (৩৮)। এসময় ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালতে বদর মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন।

দর্শনা সীমান্তে ভৃষির বস্তার ভিতর থেকে ১০টি স্বর্নের বার উদ্ধার

দর্শনা সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি ১৬৩গ্রাম ওজনের ১০ টি স্বর্নের বার উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

বিজিবি জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামে।

এসময় ৬ বিজিবির সুলতানপুর ক্যাম্পের টহলদল নায়েক দিদার বাদশা সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় সীমান্তের পিলার ৭৮/৬-আর হতে আনুমানিক ৩শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের চার রাস্তার মোড়ে পাকা রাস্তার উপর। উক্ত এলাকা দিয়ে ১টি ব্যাটারীচালিত ভ্যান নাস্তিপুর সীমান্ত এলাকার দিকে যেতে দেখলে বিজিবি সশস্ত্র টহলদল উক্ত ব্যাটারী চালিত ভ্যানটির গতিরোধ করে।

এসময় বিজিবির উপস্থিতি টেরপেয়ে ভ্যানে অবস্থানরত এক চোরাচালানী পাখিভ্যান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে বিজিবি পাখিভ্যানের উপর থেকে একটি গমের ভূষির বস্তা জব্দ করে তাতে তল্লাশী করে তার মধ্য থেকে ছোট বড় ১০ টি স্বর্নের বার উদ্ধার করে। টহলদল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা পলাতক ব্যক্তিকে চিনে না বলে জানায় এলাকাবাসী।

এ ব্যাপারে নায়েক দিদার বাদশা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করেছে। আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দিয়েছে।

দর্শনায় চেক জালিয়াতি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থেকে চেক জালিয়াতি মামলার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব ৬।

জানাগেছে বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা রেলবাজারে।

এ সময় র্যাব সিরাজগঞ্জ জেলার পরিচালক বিন্দু ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ সারঘাট এলকার আঃ সাত্তারের ছেলে প্রতারনা মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী জুয়েল (৪৮) কে গ্রেফতার করে।

র্যাব জানায় সিরাজগঞ্জের সদর থানার সিআর মামলার ১৩৪৩/১৪, দায়রা ০৭/১৬ এর ১৮৮১ সালের এনআই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী। গতকালই গ্রেফতারকৃত জুয়েলকে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করেছে।

মেহেরপুর ইউপি সদস্য হত্যা মামলায় পিতা-পুত্রের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউপি সদস্য কামাল হোসেন হত্যা মামলায় পিতা-পুত্রের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ওদায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষনা করেন। একই সঙ্গে আসামিদের ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। দণ্ডিতরা হলেন- গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের মালেক জোর্দার (৬০) ও তার ছেলে আলমগীর হোসেন (৩৫)।

মামলার বাকি ১০ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন-রহমত বিশ্বাস, সবাতুল্যাহ বিশ্বাস, রফাতুল বিশ্বাস, মাজেদুল জোয়াদ্দার, মাজহারুল ইসলাম, রাজু বিশ্বাস, শহিদুল ইসলাম, পিন্টু আলী, তমির ।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ২০১৭ সালের ২৫ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আসামীরা রামদা, হাসুয়া, লোহার রড ও বাঁশের লাঠি সংগে নিয়া বে-আইনি জনতাবদ্ধ হইয়া ষোলটাকা গ্রামের কফেল উদ্দীনের বাড়িতে অনধিকারভাবে প্রবেশ করে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করে। এসময় কফেল উদ্দিন বাম হাত দিয়া ঠেকাইলে বাম হাতের কনুইয়ের নিচে লাগিয়া মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়। আসামী গনি রামদা দিয়া চাচার ডান হাতে কোপ মারিয়া রক্তাক্ত জখম করে। আসামী সবাতুল খুন করার উদ্দেশ্যে বাঁশের লাঠি দিয়া মাথার উপর বাড়ী দিয়া রক্তাক্ত জখম করে। অন্যান্য আসামীরা কফেল উদ্দিনকে লাথি ও কিল ঘুষি মারিয়া নীলাফুলা জখম করে। পরে সকল আসামী খুন জখমের হুমকি দিয়া চলিয়া যায়। খবর পেয়ে কফেল উদ্দিনের ভাই ইউপি সদস্য কামাল হোসেন মোটর সাইকেল যোগে বাড়িতে আসার সময় পথিমধ্যে আসামী আঃ মালেকের বাড়ীর সামনে পৌছালে সকল আসামীরা তার মোটর সাইকেল ঘিরিয়া ধরে এবং আলমগীর তাহার হাতে থাকা ধারালো রামদা দিয়া মাথায় কোপ মারলে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কামালকে মৃত ঘোষনা করেন। এদিকে, কফেল উদ্দীন গুরুতর জখম হওয়ার তাকে গাংনী

হাসপাতাল থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসর জন্য কুষ্টিয়া মেডিকলে কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে।

পরদিন কামাল হোসেনের ভাতিজা ফারুক হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ১২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই শহিদুল ইসলাম শেখ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

মামলায় ৯ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও দীর্ঘ শুনানী শেষে বিজ্ঞ বিচারক ১২ আসামীর মধ্যে দুইজনকে সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর ১০ আসামীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে এ কে এম শফিকুল আলম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।